প্রথম আলো

তারিখ: 31 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ ...

সেশনজটের কবলে বিবিএর শিক্ষার্থীরা

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নিজাম সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম ●

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেসের অধীনে বিবিএর (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সেশনজটের কবলে পড়েছেন। একটি সেমিস্টারের ফল বেরোতে সময় লাগছে এক থেকে দেড় বছর।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের দিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ কার্যক্রম চালু হয়। এরপর দুই বছর মোটামুটি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও ফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু ২০০৯ ও ২০১০ সালে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েন। এসব শিক্ষার্থীর বেশির ভাগই বিভিন্ন চাকরি এবং ছোটখাটো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাঁরা বিবিএ পাস করে আরও ভালো কিছু করার আশায় এখানে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু এখন হতাশ হয়ে পড়ছেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, যেসব শিক্ষার্থী ২০১০ সালে বিবিএতে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের এখনো তিন সেমিস্টার বাকি। তাঁদের চতুর্থ (বিবিএ-১১২) সেমিস্টারের ফল প্রকাশিত হয়েছে প্রায় এক বছর পর। তাঁরা গত বছরের জুলাই মাসে পরীক্ষা দিয়েছেন। ফল পেয়েছেন এ বছরের জুলাইয়ের শেষে। একইভাবে প্রায় ১৩ মাস পর তৃতীয় সেমিস্টারের (বিবিএ ১১১) ফল প্রকাশিত হয়। অথচ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে। ফল বেরিয়েছে এ বছরের মার্চে। পঞ্চম সেমিস্টারের (বিবিএ-১২১) পরীক্ষা হয়েছে এ বছরের ১৩ মার্চ। প্রায় পাঁচ মাস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ফল প্রকাশিত হয়নি।

চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী বশির আহমেদ অভিযোগ করেন, 'চার বছরের সেশন শেষ হতে হতে আমাদের চাকরির বয়স চলে যাচ্ছে। যাঁদের টাকা আছে, তাঁরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছেন।'

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী সঞ্জয় কুমার মজুমদার বলেন, বিবিএর ফল প্রকাশ ও পরীক্ষা গ্রহণ কোনোটাই নিয়মমতো হয় না।

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের বিবিএর শিক্ষার্থী আনজুমীর হোসেন অভিযোগ করেন, শুধু সেশনজট এবং ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতাই নয়, আমাদের ক্লাসগুলো নিয়মিত হয় না। আঞ্চলিক তথ্যকেন্দ্র থেকেও আমরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাই না।

জানতে চাইলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস অনুষদের ডিন এ টি এম তোফাজ্জেল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষকস্বল্পতার কারণে দ্রুত উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও পুনঃপরীক্ষণে সমস্যা হয়। এ ছাড়া একজন শিক্ষক বছরে এক হাজার ২০০ উত্তরপত্রের বেশি মূল্যায়ন করতে পারেন না। এ জন্য উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে উত্তরপত্র পাঠাতে হয়। এ ক্ষেত্রে কুরিয়ার সার্ভিসের পরিবর্তে ডাক বিভাগে উত্তরপত্র পাঠানোর বিধান থাকায় আরও সময়ের অপচয় হয়।

তবে তোফাজ্জেল হোসেন আগামী দিনে এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উকিল আসাদুজ্জামান বলেন, প্রথম পরীক্ষক, দ্বিতীয় পরীক্ষক ও তৃতীয় পরীক্ষকের মাধ্যমে খাতা দেখার কারণেই অনেক সময় চলে যায়।